শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভর্তিতে নীতিমালা অনুসরণের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

নিম্নমাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী ভর্তির ক্ষেত্রে অনুসরণীয় নীতিমালা, ২০১১ বাস্তবায়নে পদক্ষেপ নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ওই নীতিমালা অনুসরণ করা না হলে আবেদনকারী পক্ষ আদালত অবমাননার আবেদন নিয়ে আসতে পারবে।

বিষয়টি চলমান পর্যবেক্ষণ হিসেবে থাকবে বলে জানিয়ে গতকাল বৃহস্পতিবার বিচারপতি নাঈমা হায়দার ও বিচারপতি জাফর আহমেদের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ এ-সংক্রান্ত রুল আংশিক মঞ্জুর করে রায় দিয়েছেন।

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার্থী ভর্তিতে ওই নীতিমালা দ্রুত কার্যকরের নির্দেশনা চেয়ে করা রিটের পরিপ্রেক্ষিতে গত বছরের ৯ জানুয়ারি হাইকোর্টের একটি দ্বৈত বেঞ্চ রুল জারি করেন। একই সঙ্গে ওই নীতিমালার বাইরে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির

এরপর পৃষ্ঠা ২১ কলাম ৪

ভর্তিতে নীতিমালা অনুসরণের নির্দেশ

শেষ পৃষ্ঠার পর

ক্ষেত্রে বাড়তি অর্থ আদায়ের ঘটনা তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিল করতে নির্দেশ দেন।

[redacted] বাড়তি অর্থ আদায় কেন বেআইনি ঘোষণা করা হবে না এবং ঘটনা তদন্ত করে বাড়তি অর্থ কেন ফেরত দেওয়া হবে না, তা জানতে চাওয়া হয়। এ ছাড়া নীতিমালার আলোকে কর্মকর পদক্ষেপ নিতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ব্যর্থতা কেন বেআইনি হবে না এবং নীতিমালা দ্রুত কার্যকরের কেন নির্দেশ দেওয়া হবে না, তা-ও জানতে চাওয়া হয়।

শুনানি শেষে গতকাল আদালত রায় দেন। রিটের পক্ষে আইনজীবী সারা হোসেন, আশরাফুল হাদী ও আকমল হোসেন মামলা পরিচালনা করেন। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল খোরশেদুর রহমান ও সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল টাইটাস হিল্লোল রেমা।

আশরাফুল হাদী *প্রথম আলোকে* বলেন, বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তিতে ওই নীতিমালা বাস্তবায়নে পদক্ষেপ নিতে নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। নীতিমালা অনুসরণ করা না হলে আবেদনকারীরা আদালত অবমাননার আবেদন নিয়ে আসতে পারবেন। ফলে ওই নীতিমালা কার্যকর ও অনুসরণ করা এখন বাধ্যতামূলক।

টাইটাস হিল্লোল রেমা *প্রথম আলোকে* বলেন, ভর্তিসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে নেওয়া অতিরিক্ত ফি পরবর্তী শিক্ষাবর্ষের সঙ্গে সমন্বয় করতে বলা হয়েছে। সরকারি ওই নীতিমালা অনুসরণ করতে বলেছেন আদালত। কোনো প্রতিষ্ঠান যদি তা অনুসরণ না করে, তাহলে সংক্ষুব্ধ কেউ আদালতে দরখাস্ত নিয়ে আসতে পারবেন। এটা চলমান পর্যবেক্ষণ (কন্টিনিউয়াস ম্যান্ডামাস) হিসেবে বিষয়টি উত্থাপন রেখেছেন আদালত।

২০১১ সালের ১৪ ডিসেম্বর নিম্নমাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষার্থী ভর্তির ক্ষেত্রে অনুসরণীয় নীতিমালা-২০১১ করা হয়। এর পরও বিভিন্ন বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তিতে বাড়তি ফি নেওয়া হচ্ছে বলে বিভিন্ন দৈনিকে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এ ক্ষেত্রে বাড়তি ফি নেওয়ার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে এবং নীতিমালা দ্রুত কার্যকরের নির্দেশনা চেয়ে গত বছরের ৮ জানুয়ারি সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ও গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধূরী এবং বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) রিটটি করে।

রায়ের প্রতিক্রিয়ায় রাশেদা কে চৌধূরী বলেন, ভর্তি ফি নিয়ে যে ধরনের নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা চলছিল, তা থেকে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের কিছুটা রেহাই দেওয়ার লক্ষ্যে তিনি রিট আবেদন করেছিলেন।